পূজারিণী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অবদানশতক

পড়ার আগে ভাবো

দেবতার আরাধনা যে করে, সে পূজারিণী । প্রভু বুদ্ধের পূজারিণী শ্রীমতী তার মন প্রাণ প্রভুর চরণে সমর্পণ করেছে । বাহ্যিক কোনো শক্তিই এই সমর্পিতপ্রাণা পূজারিণীকে প্রভুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি ।

তোমরা যাকে হৃদয় দিয়ে ভক্তি করো বা ভালবাস বাইরের কোনো শাসন বা আঘাত কি সেই ভক্তি, ভালবাসায় বিভেদ ঘটাতে পারে ?

নৃপতি বিম্বিসার
নমিয়া বুদ্ধে মাগিয়া লইলা
পাদনখকণা তাঁর ।
স্থাপিয়া নিভৃত প্রাসাদকাননে
তাহারি উপরে রচিলা যতনে
অতি অপরূপ শিলাময় স্তূপ,
শিল্পশোভার সার ।

সন্ধ্যাবেলায় শুচিবাস পরি
রাজবধূ রাজবালা

আসিতেন ফুল সাজায়ে ডালায়,
স্তূপপদমূলে সোনার থালায়
আপনার হাতে দিতেন জ্বালায়ে
কনকপ্রদীপমালা ।

অজাতশত্রু রাজা হল যবে
পিতার আসনে আসি
পিতার ধর্ম শোণিতের স্রোতে
মুছিয়া ফেলিল রাজপুরী হতে,
সঁপিল যজ্ঞ-অনল-আলোতে
বৌদ্ধশাস্ত্ররাশি ।

কহিলা ডাকিয়া অজাতশত্রু
রাজপুরনারী সবে,—
"বেদ ব্রাহ্মণ রাজা ছাড়া আর
কিছু নাই ভবে পূজা করিবার,
এই ক'টি কথা জেনো মনে সার—
ভুলিলে বিপদ হবে ।"

সে দিন শারদ-দিবা-অবসান—
শ্রীমতী নামে সে দাসী
পুণ্যশীতল সলিলে নাহিয়া
পুষ্পপ্রদীপ থালায় বহিয়া
রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া
নীরবে দাঁড়ালো আসি।

শিহরি সভয়ে মহিষী কহিলা,—

"এ কথা নাহি কি মনে,
অজাতশত্রু করেছে রটনা,
স্তূপে যে করিবে অর্ঘ্যরচনা
শূলের উপরে মরিবে সে জনা
অথবা নির্বাসনে ।"

সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে
বধূ অমিতার ঘরে ।
সমুখে রাখিয়া স্বর্ণমুকুর
বাঁধিতেছিল সে দীর্ঘ চিকুর,
আঁকিতেছিল সে যত্নে সিঁদুর
সীমন্তসীমা-'পরে ।

শ্রীমতীরে হেরি বাঁকি গেল রেখা,
কাঁপি গেল তার হাত—
কহিল, "অবোধ, কী সাহস-বলে
এনেছিস পূজা, এখনি যা চলে—
কে কোথা দেখিবে, ঘটিবে তা হলে
বিষম বিপদ্‌পাত ।"

অস্তরবির রশ্মি-আভায়
খোলা জানালার ধারে
কুমারী শুক্লা বসি একাকিনী
পড়িতে নিরত কাব্যকাহিনী;
চমকি উঠিল শুনি কিংকিণী,
চাহিয়া দেখিল দ্বারে ।

শ্রীমতীরে হেরি পুঁথি রাখি ভূমে
দ্রুতপদে গেল কাছে ।
কহে সাবধানে তার কানে কানে,—
"রাজার আদেশ আজি কে না জানে,
এমন করে কি মরণের পানে
ছুটিয়া চলিতে আছে !"

দ্বার হতে দ্বারে ফিরিল শ্রীমতী
লইয়া অর্ঘ্যথালি ।
" হে পুরবাসিনী" সবে ডাকি কয়,—
"হয়েছে প্রভুর পূজার সময় ।"
শুনি ঘরে ঘরে কেহ পায় ভয়,
কেহ দেয় তারে গালি ।
দিবসের শেষ আলোক মিলালো
নগরসৌধ-পরে ।
পথ জনহীন আঁধারে বিলীন,
কলকোলাহল হয়ে এল ক্ষীণ,
আরতিঘন্টা ধ্বনিল-প্রাচীন
রাজদেবালয়-ঘরে ।

শারদ নিশির স্বচ্ছ তিমিরে
তারা অগণ্য জ্বলে ।
সিংহদুয়ারে বাজিল বিষাণ,
বন্দীরা ধরে সন্ধ্যার তান,
"মন্ত্রণাসভা হল সমাধান"

দ্বারী ফুকারিয়া বলে ।

এমন সময়ে হেরিলা চমকি
প্রাসাদে প্রহরী যত—
রাজার বিজন কাননমাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে
প্রদীপমালার মতো !

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক
তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, "কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি ।"
মধুর কণ্ঠে শুনিল, "শ্রীমতী,
আমি বুদ্ধের দাসী ।"

সে দিন শুভ্র পাষাণফলকে
পড়িল রক্তলিখা ।
সে দিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে
শেষ আরতির শিখা ।

১৮ আশ্বিন ১৩০৬

জেনে রাখো

নৃপতি	—	রাজা
শুচিবাস	—	শুদ্ধবস্ত্র

শোণিত	—	রক্ত
পুরনারী	—	অন্তঃপুর বাসিনী নারী
অবসান	—	শেষ
শূল	—	ত্রিশূল, শলাকা
চিকুর	—	চুল
কিংকিণী	—	ঘুঙুর বা ছোট ঘন্টার আওয়াজ
তিমির	—	অন্ধকার
বিজন	—	জনহীন
কৃপাণ	—	তরবারি
পাদনখ কণা	—	পায়ের নখের কণা, বৌদ্ধধর্মে পায়ের নখের কণা শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য সংগ্রহ করে রাখা হয় ।
কনক	—	সোনা
অনল	—	আগুন
শারদ	—	শরৎকালীন
সলিল	—	জল
স্বর্ণমুকুর	—	সোনার আয়না
সীমন্ত	—	সিঁথি
অর্ঘ্য	—	পূজার উপকরণ
বিষাণ	—	শিঙা
কানন	—	বাগান

কাব্য পরিচয়

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' কাব্য থেকে সংকলিত হয়েছে । পূজারিণী কবিতার কাহিনি বৌদ্ধ কথা অবদানশতক অবলম্বনে লিখিত । মগধ রাজা বিম্বিসার ছিলেন বৌদ্ধ উপাসক । তাঁর রাজ্যে বুদ্ধের জন্য নির্মিত স্তূপে নিত্য পূজা-অর্চনা হতো । কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র অজাতশত্রু রাজা হলে, রাজ্যে বুদ্ধের আরাধনা বন্ধ হয়ে যায় ।

শ্রীমতী সে রাজ্যের দাসী। তথাপি রাজার আদেশ তাকে বুদ্ধের উপাসনা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সন্ধ্যাকালে বুদ্ধের নিত্যপূজার সময় হলে, রাজ্যের পুরনারীগণ, এমন কি রাণীও তার আহ্বানে সাড়া না দেওয়ায়, সে একাই বুদ্ধের স্তূপে জ্বালিয়ে দিলো আরতির মঙ্গল দীপ। রাজার নির্দেশ, মৃত্যুভয় কোন কিছুই সেই পূজারিণীকে নিরস্ত করতে পারলো না। অবশেষে প্রাণ বিসর্জন দিয়েও বুদ্ধস্তূপের পদমূলে শ্রীমতী শেষ আরতির শিখা প্রজ্বলিত করে গেলো।

পাঠবোধ

সঠিক শব্দটি লেখো

1. 'পূজারিণী' রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের কবিতা ?

   (ক) কল্পনা (খ) কথা ও কাহিনী

   (গ) চিত্রা (ঘ) মানসী

2. বিম্বিসারের পুত্রের নাম কী ?

   (ক) অজাতশত্রু (খ) অজ্ঞাতশত্রু

   (গ) অজাতশ্মত্রু (ঘ) অজ্ঞাতশ্মত্রু

3. 'পূজারিণী' কবিতার পূজারিণী কে ?

   (ক) রাজমহিষী (খ) রাজবালা শুক্লা

   (গ) রাজবধূ অমিতা (ঘ) শ্রীমতী

4. শুভ্রপাষাণফলক কার রক্তে লাল হলো ?

   (ক) শ্রীমতী (খ) অজাতশত্রু

   (গ) বিম্বিসার (ঘ) পুররক্ষক

সঠিক শব্দের সাহায্যে খালি জায়গাগুলি ভরো

5. সেথা হতে ফিরি গেল চলি ধীরে বধূ ....ঘরে ।

(ক) সবিতার (খ) অমিতার

(গ) শুক্লার (ঘ) মহিষীর

6. চমকি উঠিল শুনি ——— চাহিয়া দেখিল দ্বারে ।

(ক) কিঙ্কিনী (খ) শিঞ্জিনি

(গ) ঘন্টাধ্বনি (ঘ) শিসের ধ্বনি

7. আঁকিতেছিল সে যত্নে ——— সীমন্তসীমা পরে ।

(ক) কাজল (খ) পুষ্পরেণু

(গ) সিঁদুর (ঘ) আলতা

8. এমন করে কি ——— পানে ছুটিয়া চলিতে আছে ।

(ক) জীবনের (খ) মৃত্যুর

(গ) প্রাণের (ঘ) মরণের

9. আরতি ঘন্টা ধ্বনিল প্রাচীন রাজ ——— ঘরে ।

(ক) প্রাসাদ (খ) উপবন

(গ) দেবালয় (ঘ) প্রাচীর

অতি সংক্ষেপে লেখো

10. 'পূজারিণী' কবিতায় বুদ্ধের স্তূপ কে নির্মাণ করেন ?

11. অজাতশত্রু কার নাম ছিল ?

12. শ্রীমতী কে ?

13. সন্ধ্যাবেলা রাজবধূ রাজবালারা স্তূপ পাদমূলে কেন আসতেন ?

14. কবিতাটিতে কোন্ ঋতুতে 'শেষ আরতির শিখা' জ্বলেছিল ?

15. কুমারী শুক্লা শ্রীমতীর কানে কানে কী বলেছিল ?

16. প্রাচীন দেবালয়ে সন্ধ্যাবেলায় কিসের ধ্বনি শোনা গেল ?

17. পুররক্ষককে শ্রীমতী নিজের আত্মপরিচয়ে কী বলেছিল ?

18. দ্বারী কী ঘোষণা করেছিল ?

সংক্ষেপে লেখো

19. রাজা বিম্বিসার বুদ্ধদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের জন্য কী করেছিলেন ?

20. অজাতশত্রুর আদেশ কী ছিল ?

21. শ্রীমতী বুদ্ধের স্তূপে পূজা করতে যাওয়ার আগে অনেককেই অনুরোধ করলো, কিন্তু কেউ তার ডাকে সাড়া দিল না কেন ?

22. রাজবধূ অমিতা শ্রীমতীকে কী বলেছিল ?

23. বুদ্ধের জন্য নির্মিত স্তূপের পাদদেশে কী দেখা যচ্ছিল ?

24. নিজের প্রাণ দিয়ে শ্রীমতী কী প্রমাণ করলো ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

25. শ্রীমতী বুদ্ধের স্তূপে পূজা দিতে যাওয়ার সময় কাকে কাকে তার সঙ্গী হতে বলেছিল ? তার আহ্বানে কার কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল নিজের ভাষায় লেখো ।

26. শ্রীমতীকে দেখে রাজমহিষী ভীত হলেন কেন ? তাকে মহিষী কী বলেছিলেন ?

27. কবিতাটিতে শারদ-সন্ধ্যার যে বর্ণনা রয়েছে, তা নিজের ভাষায় লেখো ।

28. প্রাসাদের প্রহরীরা বুদ্ধের স্তূপে কোন দৃশ্য দেখে ছুটে এসেছিল ? শ্রীমতীকে তারা কী জিজ্ঞাসা করেছিল ?

29. শুভ্র পাষণফলক রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছিল কেন ? কী ঘটেছিল সেখানে ?

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. ব্যাসবাক্যসহ সমাসের নাম লেখো

রাজদেবালয়	সিংহদুয়ার	পুররক্ষক
অজাতশত্রু	সীমন্তসীমা	মুক্তকৃপাণ

2. বিপরীত শব্দ লেখো

দিবা	বধূ	শ্রীমতী
কুমারী	নিশীথ	শীতল

3. বাক্য বানাও

অবসান	নির্বাসন	অর্ঘ্য
মুকুর	তিমির	বিষাণ

4. নিচের বাক্যগুলি এক পদে পরিবর্তন করো

যা কুসুমের মতো কোমল

যার কোনও পরোয়া নেই

যার কোন কলঙ্ক নেই

যার শত্রু জন্মে নাই

বুদ্ধের উপাসক

যা শরৎকালে ঘটে

5. তদ্ভব এবং তৎসম শব্দগুলি বেছে আলাদা করে লেখো

বধূ	পুষ্প	হেরি	সীমন্ত
থালা	খেলা	পূজা	হাত

6. বাংলা ভাষায় নেওয়া হয়েছে এমন চারটি করে অতি পরিচিত তুর্কী, ফারসী, পোর্তুগীস ও ইংরেজি শব্দ লেখো ।

জেনে রাখো

বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ থেকে বাংলায় মিশ্র শব্দ এসেছে । যেমন —

পন্ডিত - গিরি (তৎসম - বিদেশী প্রত্যয়) - পন্ডিতগিরি

আলোচনা করো

ঈশ্বরের প্রতি অবিচল ভক্তি ও একনিষ্ঠ প্রেম ছিল পূজারিণীর অমূল্য সম্পদ । সেই সম্পদই সে বুদ্ধের পাদপদ্মে সমর্পণ করেছে ।— শুভ প্রচেষ্টাকে কখনই বাধা প্রদান করা উচিত নয় । কর্তব্য কর্মে মানসিক দৃঢ়তা ও একনিষ্ঠতার ফলেই সার্থকতা অর্জন করা যায় । — এ সম্পর্কে নিজেরা আলোচনা করে দেখো । নিরাপরাধিনী শ্রীমতীর আত্মদান রাজার অন্যায় আদেশের প্রতিবাদ-স্বরূপ । এ বিষয়ে তোমাদের নিজস্ব মতামত প্রকাশ করো ।

করতে পারো

পূজারিণী কবিতাটি আবৃত্তি করো । কবিতার কাহিনিটিকে অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশন করতে পারো ।